কল্পনা চাকমা অপহরণের ৯ বছর পূর্তিতে ঢাকায় হিল উইমেন্স ফেডারেশনের মিছিল, সমাবেশ ও আলোচনা সভা

মলিনা চাকমা

কল্পনা চাকমা ১৯৯৫ সালে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ১ম কেন্দ্রীয় সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন

কল্পনা চাকমা অধিকার সচেতন এক সংগ্রামী নারীর প্রতীক। তার নাম উচ্চারিত হলেই পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত অত্যাচারী সেনা শাসকদের লোম খাড়া হয়ে যায়। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষা ইত্যাদি শব্দজালের আড়ালে লুকিয়ে রাখা তাদের আসল চেহারা উন্মোচিত হয়ে পড়ে।

কল্পনা চাকমার ক্ষুরধার যুক্তির কাছে পরাজিত হলে ও তার তীক্ষ্ণধী প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে লেফটেন্যান্ট ফেরদৌস রাতের অন্ধকারে তাকে বলপূর্বক অপহরণ করে নিয়ে যায়। সেনা শাসকদের পরাজয় ঠিক এখানেই। যুক্তি ও সত্যকে তারা মোকাবিলা করতে চায় গায়ের জোরে। অস্ত্রের জোরে তারা দাবিয়ে রাখতে চায় ন্যায়কে। বন্দুকের নলের মুখে তারা সমগ্র জাতি ও জনগণকে দমন করতে চায়। কিন্তু তারা জানে না, কল্পনা চাকমারা কখনোই হারিয়ে যায় না। কল্পনা চাকমা আমাদের মাঝেই আছেন; জীবন্ত প্রাণবন্ত ও চির প্রেরণাদাত্রী হিসেবেই আছেন।

সেজন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের সংগ্রামী নারী সমাজ প্রতি বছর ১২ জুন পালন করে থাকে। এদিন তারা কল্পনা চাকমার নাম স্মরণ করে সেনা নায়কদের গালে চপেটাঘাত দেয় আর সংগ্রামের প্রতি অবিচল থাকার অঙ্গীকার নবায়ন করে।

এ বছর ১২ জুন কল্পনা চাকমা অপহরণের ৯ বছর পূর্তিতে হিল উইমেন্স ফেডারেশন ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। সকালে জাতীয় জাদুঘর গেট সংলগ্ন শাহবাগ এলাকায় এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি সোনালী চাকমা। সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সামিউল আলম রিচি, জাতীয় ছাত্র দলের সভাপতি প্রকাশ দত্ত, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক রিকো চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি দীপংকর চাকমা, কণিকা চাকমা ও নারী প্রগতির শাপলা। সভা পরিচালনা করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অন্তরিকা চাকমা।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে কল্পনা অপহরণের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ এবং চিহ্নিত অপহরণকারী লেঃ ফেরদৌস ও তার দোসরদের বিচারের দাবি জানান। নেতৃবৃন্দ কল্পনা অপহরণের ৯ বছর অতিবাহিত হলেও তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তদন্ত রিপোর্টের ব্যাপারে মুখ না খোলা ও নীরবতা পালন অপহরণকারীদের রক্ষার নামান্তর।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে কল্পনাদের অপহরণ আজও বন্ধ হয়নি। নিরাপত্তার নামে নিয়োজিত সেনাদের হিংস্র দৃষ্টি এখনো কল্পনাদের দিকে নিবদ্ধ। সেনা ক্যাম্প সম্প্রসারণ নিপীড়ন নির্যাতন চালানোর ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছে। সেনা টহল জনগণকে সন্ত্রস্ত রাখা আর নারীদের উত্যক্ত করার মহড়া ছাড়া আর কিছু নয়।

তারা অভিযোগ করে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে অপারেশন উত্তরণ চলছে। এলাকায় এলাকায় সেনাদের খবরদারি, হুমকি, নির্যাতন ও ধরপাকড় অব্যাহত রয়েছে।

১৯৯৭ সালের বিতর্কীত "পার্বত্য চুক্তিকে" নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জীবনে অভিশাপ ও শাসকগোষ্ঠির শোষণের হাতিয়ার হিসেবে উল্লেখ করেন।

এছাড়া নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করে বলেন, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে আরো ২৮ হাজার সেটলার পুনর্বাসনের ষড়যন্ত্র করছে। তারা সরকারের এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন এবং অবিলম্বে ভূমি বেদখল ও সেনা ক্যাম্প সম্প্রসারণ বন্ধ করার দাবি জানান।

শাসক গোষ্ঠির চোখ রাঙানি, নিপীড়ন নির্যাতন ও পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য নারীকে অবদমিত করে রাখতে পারবে না বলে নেতৃবৃন্দ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সমাবেশ শেষে এক বিক্ষোভ মিছিল শাহবাগ হতে শুরু হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে শহীদ মিনারে শেষ হয়।

বিকেলে পাবলিক লাইব্রেরী সেমিনার কক্ষে "সামরিকায়িত অঞ্চলে নারীর নিরাপত্তা প্রশ্ন: পরিপ্রেক্ষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম" শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচনায় অংশ নেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর কেন্দ্রীয় সদস্য রবি শঙ্কর চাকমা, জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক ফয়জুল হাকিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. আমেনা মহসিন এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ। সভায় সভাপতিত্ব করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি সোনালী চাকমা।

কল্পনা চাকমা অপহরণের ৯ বছর পূর্তিতে ঢাকায় হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বিক্ষোভ মিছিল। তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এখনো আলোর মুখ দেখেনি। ফটো: এইচডব্লিউএফ

জমি বেদখলের প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে কাউখালিবাসীর স্মারকলিপি

কাউখালি প্রতিনিধি

গত ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৫ রাঙামাটি জেলাধীন কাউখালি উপজেলার তমুত্যাতলী (শামুকছড়ি) এলাকার সর্বস্তরের পাহাড়ি জনগণ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছেন। উপজেলার ৯৮ নং কচুখালী মৌজার তমুত্যাতলিতে পাহাড়িদের দখলীয় আনুমানিক ১৫০ একর জমিতে সেটলারদের কর্তৃক বেআইনীভাবে বাড়িঘর নির্মাণের যে প্রক্রিয়া চলছে তার বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে এই স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, উক্ত পাহাড়ের উপর জোরপূর্বকভাবে বহিরাগত বাঙালীরা ঘরবাড়ি নির্মাণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখলে পাহাড়ি জনগণের মনে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দিয়ে এ এলাকার পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিতে পারে। বর্তমানে ঐ পাহাড়ি মালিকানাধীন পাহাড়ি জমিতে রোপনকৃত বিভিন্ন মূল্যবান গাছ যেমন গামার, সেগুন ও অন্যান্য ঔষধি গাছগুলো কাউখালি উপজেলা প্রশাসনের পরোক্ষ ইন্ধন ও সহযোগিতায় নির্বিচারে কেটে নেয়া হচ্ছে।

বন্দী মুক্তির দাবিতে খাগড়াছড়িতে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত

স্বর্ণা চাকমা

২৩ মে ইউপিডিএফ জেলা কার্যালয়ে পুলিশী হামলা এবং প্রদীপন, নতুন কুমার, পুলক সহ আটককৃত ইউপিডিএফ ও পিসিপির ১৪ জন নেতাকর্মিকে আটক ও মিথ্যা মামলায় জড়িত করার প্রতিবাদে হিল উইমেন্স ফেডারেশন ২৫ মে বিকেলে খাগড়াছড়ি সদরে এক বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। মিছিলটি খাগড়াছড়ি সদরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করার পর হবংপুজ্যা স্বনির্ভর বাজারে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি সোনালী চাকমা, সাধারণ সম্পাদক অন্তরিকা চাকমা, কেন্দ্রীয় সহ-সাধারণ সম্পাদক স্বর্ণা চাকমা এবং খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি সুমনা চাকমা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ইউপিডিএফ কর্তৃক আহুত ৭ জুনের সমাবেশ সফল করার লক্ষ্যে ইউপিডিএফ ও তার সহযোগী তিন সংগঠন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম সমন্বয়ে বৈঠক চলাকালে পুলিশ বাহিনী বিনা উস্কানিতে হামলা চালিয়ে ইউপিডিএফ নেতা প্রদীপন খীসা, নতুন কুমার চাকমা, পিসিপি নেতা পুলক চাকমা, অনি বিকাশ চাকমাসহ ১৪ জন নেতা কর্মিকে হেনস্তা ও মারধর করে থানায় নিয়ে গিয়ে আটক করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলাও দায়ের করা হয়েছে। উক্ত বৈঠকে উপস্থিত হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের উপরও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এভাবে ইউপিডিএফ এর মতো একটি গণতান্ত্রিক দলের ওপর হামলা চালিয়ে ও নেতা কর্মিদের মিটিং থেকে গ্রেফতার করে প্রশাসন ন্যাক্কারজনকভাবে ফ্যাসিবাদী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

তারা প্রশাসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, প্রশাসন শুধু পার্টি কার্যালয়ে হামলা ও নেতা কর্মিদের গ্রেফতার করে ক্ষান্ত হয়নি, উপরন্তু পুলিশ বাহিনী দ্বারা এখনো পর্যন্ত ইউপিডিএফ কার্যালয় অবরোধ করে রেখেছে। নেতৃবৃন্দ প্রশাসনের এ ধরনের অগণতান্ত্রিক আচরণ ও দমন-পীড়নের তীব্র নিন্দা জানান। সরকারের এহেন ভূমিকা পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তুলবে বলে নেতৃবৃন্দ মত ব্যক্ত করেন এবং প্রশাসনের প্রতি অবিলম্বে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণের দাবি জানান। অন্যথায় পরিস্থিতি ভিন্নখাতে প্রবাহিত হলে তার জন্য সরকারকেই দায়ি থাকতে হবে বলে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ আটককৃত সকল নেতাকর্মির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও তাদের সকলকে অবিলম্বে নিঃশর্তভাবে মুক্তি দেয়ার দাবি জানান।

সমাবেশ শেষে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি চেঙ্গী স্কোয়ার পর্যন্ত যেতে চাইলে পুলিশ আবারো উপজেলা কার্যালয়ের সামনে বাধা প্রদান করে। সেখানে আর একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পাহাড়ি যুব ফোরামের কাউন্সিল সমাপ্ত:
সংগঠনের নাম পরিবর্তন: এখন থেকে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি

গত ১৩ মে বন্দর নগরী চট্টগ্রামে পাহাড়ি যুব ফোরামের দ্বিতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। স্টুডিও থিয়েটারে দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এই কাউন্সিলে সর্বসম্মতিক্রমে সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম বা ইংরেজীতে ডেমোক্রেটিক ইয়ুথ ফোরাম রাখা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলাসহ ঢাকা ও চট্টগ্রামের শতাধিক প্রতিনিধি কাউন্সিলে অংশ নেন। সকাল ১০টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। পাহাড়ি যুব ফোরামের সভাপতি অপু চাকমা এতে সভাপতিত্ব করেন। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউপিডিএফ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ধ্রুব জ্যোতি চাকমা, চট্টগ্রাম ইউনিটের সদস্য অনিমেষ চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি সোনালী চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক ভবতোষ চাকমা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক দীপংকর চাকমা। তিনি সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি রিপোর্ট পেশ করেন।

অতিথি বক্তরা ছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন পাহাড়ি যুব ফোরামের প্রতিনিধিবৃন্দ। এরা হলেন সহ-সাধারণ সম্পাদক রিঙ্কু চাকমা, মহানগর শাখার সভাপতি রিংকু চাকমা, কাউখালি শাখার সহ-সভাপতি লক্ষী মনি চাকমা ও দীঘিনালার প্রতিনিধি বাইবন চাকমা।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিসত্তাগুলোর ওপর এখনো দমন পীড়ন অব্যাহত রয়েছে। সেটলার কর্তৃক ব্যাপক হারে ভূমি বেদখল করা হচ্ছে এবং সেনা বাহিনীর নির্যাতন জারী রয়েছে। বক্তারা সরকারের সংখ্যালঘু জাতিসত্তাদের ওপর নিপীড়ন নির্যাতন বন্ধ করে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

অধিবেশনের শেষের দিকে সর্বসম্মতিক্রমে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। দীপংকর চাকমা হলেন এই নতুন কমিটির সভাপতি ও মিঠুন চাকমা সাধারণ সম্পাদক। এছাড়া সুপার জ্যোতি চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক, রিঙ্কু চাকমাকে দপ্তর সম্পাদক, মাইকেল চাকমাকে অর্থ সম্পাদক, রূপন চাকমাকে তথ্য ও প্রচার সম্পাদক ও অলকেশ চাকমাকে সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছে।

নতুন কমিটি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি যুব সম্প্রদায়ের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অবিচল থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে এবং জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ সকল তরুণ সমাজকে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী খাগড়াছড়িতে পালিত

শাসক গোষ্ঠির ভাগ করে শাসন করার কূটকৌশল মোকাবিলা করে পিসিপির নেতৃত্বে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে ২০ মে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

খাগড়াছড়িতে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। জাতীয় পতাকা ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের পর কবুতর উড়িয়ে উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিসিপির সভাপতি রূপন চাকমা। এতে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি মৃদুল কান্তি দাস, বাংলাদেশ ছাত্র কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জাকারিয়া জনি, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিঠুন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি সোনালী চাকমা ও ইউপিডিএফ নেতা অনিমেষ চাকমা। সভা পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক দীপংকর ত্রিপুরা।

নতুন আঙ্গিকে ও তথ্য সমৃদ্ধ হয়ে ইউপিডিএফ-এর ওয়েবসাইট পুনরায় চালু হয়েছে। www.updfcht.org ক্লিক করুন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও জনগণকে জানুন।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) -এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।
সম্পাদকীয় যোগাযোগ: ২০১, ড. কুদরত-ই-খুদা হল (পুরাতন), বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজি, হাজারিবাগ, ঢাকা - ১২০৯